মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী

মেহেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলাভিত্তিক ২১ দিন মেয়াদি অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণর (পুরুষ— ৪র্থ ধাপ) সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার মেহেরপুর জেলা আনছার ওগ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ শেডের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

গত ০৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জেলার তিনটি উপজেলা হতে মোট ৬৮ জন যোগ্য ও নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন এবং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে তার জন্মলগ্ন থেকে জননিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এ বাহিনীর সদস্য হতে পারা অত্যন্ত গৌরবের। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ গৌরবের অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন হলো।

তিনি বলেন, আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনে বাহিনীর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনের মধ্যেই এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্থকতা নিহিত।” বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে বাহিনীর সুনাম বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট কোর্স অ্যাডজুট্যান্ট গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, কোয়ার্টার মাস্টার সিএ মোঃ আল মামুন, মুজিবনগর উপজেলা টিআই মোঃ মানিক মিয়া ও বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড এলাকার দম্পতি আবু জাহিদ ও জাকিউল ইলমা জাকীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদ।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিবুল ইসলাম ওহিদ। এসময় তিনি বলেন,আমি আমার মেজ ভাই মোঃ আবু জাহিদ ও তার স্ত্রী মোছাঃ জাকিউল ইলমা জাকি কর্তৃক চরম নির্যাতন এর শিকার একজন অসহায় ব্যক্তি।

আমাদের বড় ভাই সাঈদ ১৯৯৪ সালে পরিবার থেকে পৃথক হওয়ার সময় মা,তিন ভাই,তিন বোন সকলের সম্পত্তি পজিশন উল্লেখ করে ভাগবন্টন করে দেন। আমাদের এই ভাগবন্টনটি রেজিস্ট্রি ছিলোনা,সবার উপস্থিতি ও আলাপ আলোচনা করে কাগজে লেখা ছিলো।

আমার বড় ভাই এবার আমার দুইজনের ই দুইটা মেয়ে সন্তান এবং জাহিদের দুইটা ছেলে সন্তান। উদ্দেশ্যপূর্ণদিত কারণে আমাদের ভাগবন্টনটি রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে না।

জাহিদ ও জাকি মায়ের ঘরে ঢুকে বিভিন্ন মিথ্যা প্রলোভন কথা শোনাতো।যেমন ওহিদের দুটি মেয়ে,জমি জায়গার দরকার নেই,তারা পরের ঘরে চলে যাবে,আমার দুটি ছেলে তোমার বংশের বাতি জ্বালাবে,কবর দেবে ইত্যাদি নানান ভুলানো কথা শুনিয়ে মায়ের বসতঘরসহ জমিটি (প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের) কুটকৌশলে ১৯/০২/২০২১ রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে‌।

এখন জাহিদ গাংনীর জমির রাস্তার সামনের সব পজিশন জোর পূর্বক নিতে চাই, সেই কারনে আমার ১৯৯৪ সাল থেকে বসবাস করা এবং আমার অফিস ঘর থেকে কম্পিউটার, চেয়ার টেবিল ভাংচুর করে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেই এর

পরে আমাদের গ্রামের একটি পুকুর জোর পূর্বক এক মাস্তানকে কমমূল্যে লীজ দিয়ে জবরদখল করে। এখন আমার বাগান ও অন্যান্য দামী সম্পদ গুলোর উপর নজর পড়েছে।

একদিন হঠাৎ আমার স্ত্রীকে আমার রান্নাঘরে গিয়ে জাকি ও জাহিদ রঙ নিয়ে এলোপাতাড়ি মেরেছে ভয় সৃষ্টি করে রাখার জন্য। তখন আমি গাংনী থানাতে মামলা করলে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর নিকট মায়ের বিশেষ অনুরোধে, রাত্রিতে মেয়র বাসা থেকে ডেকে নিয়ে জমি জায়গার হিসাব বুঝিয়ে দিবেন বলে মামলা উঠানোর অনুরোধ করেন।
ঐদিন রাত্রিতে গাংনী থানা হাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে,আর মেয়র মহোদয়ের কথা রাখেনি। এ বিষয়ে জাকি ও জাহিদের প্রতি মেয়র চরম ক্ষিপ্ত। জমি বন্টন রেজিষ্ট্রি না করার কারনে সে আমার একের পর এক দামি সম্পদ গুলো জবরদখল করার জন্য প্রকাশ্যে আমাকে ও আমার পরিবারকে খুন করার হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে থানায় জিডি (নং-১০৮৬,তারিখ ২২/০৫/২০২৩) করলে থানা কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়ার পরেও সর্বশেষ গত ২১ শে আগষ্ট ২০২৩ তারিখ সকাল ৭.৩০ ঘটিকার সময় আমার ছোট মেয়েকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য বাসা থেকে মোটর সাইকেল বাহির করে গেটের সামনে মেইনরোডে পৌঁছালে,পিছন থেকে জাহিদ ও জাকি প্রকাশ্যে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লোহার রড ও কাঠের হুক দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে। গত ২৩/০৮/২০২৩ ইং তারিখে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করি, যার নং-২৯৫/২৩। থানা অফিসার মামলা তদন্ত করে স্বাক্ষীদের জবানবন্দীসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে চূড়ান্ত চার্জশীট বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেছেন। মামলাটির অভিযুক্ত ধারা ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৫৪/৫০৬/৪২৭/১১৪ পেনালকোড।

মামলার চার্জশীট আদালতে জমা হওয়ার পরে আসামীরা ক্ষীপ্ত হয়ে আমার মাকে দিয়ে চরম মিথ্যা একটি কাউন্টার মামলা দিয়েছে, যার নম্বর সিআর-৫৬৮/২৩ তারিখঃ ১৩/০৯/২০২৩। মাকে ভুল বুঝিয়ে সব মীমাংসা হয়ে যাবে এমন কথা বলে মামলা করিয়েছে। এদিকে সিজার-৫৬৮/২৩ মামলার তদন্ত আদালত গাংনী থানাকে দিয়েছে।
আসামীরা এতই ক্ষীপ্ত যে, আমাদের মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে নেওয়ার জন্য সে রাজনৈতিক নেতা,থানা,মাস্তান সবকিছুকে তার হাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমি আসামেদের হামলা মিথ্যা মামলার ভয়ে অনেকদিন নিজ বাড়িতে অবস্থান করি না। আসমিরা যখন আমাকে বাড়িতে পায় না তখন সিদ্ধান্ত নেয় আমার স্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় থানা হাজতে নিবে।

আমার স্ত্রী আমি আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে আমি জানতে পারার পর ১২/১০/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আমি তাকে স্কুল থেকে বাসায় না যেতে বললে সে তার বাবার বাড়িতে থেকে যায়। পরদিন মেয়েদের ছোট মামাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালে, তাকে সহ মেয়েদের আটকিয়ে রাখে।

পরবর্তীতে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে ফোনে বিষয়টি জানালে,তিনি ডিউটি অফিসার এর সাহায্যে আসামীদের ডেকে ধমকিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর পরেও বাড়ীতে এসে আসামীরা,আমার বন্ধু ও চাচাতো ভাইকে দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে মেয়েদের আসতে দেয়। এখন আমার বাড়ীতে ঢুকলেই আসামীরা মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে।

এরপর সিআর-৫৬৮/২৩ মিথ্যা মামলার তদন্তে গাংনী থানার এস আই হাফিজুর রহমান আমাকে ফোনে হুমকির মধ্যে রেখেছে। এই মামলার পরবর্তী আদালতে রিপোর্ট জমার তারিখ ধার্য করেছে জানুয়ারী ২৪ এর শেষ সপ্তাহে। এস আই হাফিজ আমার নিজ গ্রামে (শানঘাট) আমার দোকান ভাড়াটিয়া,পুকুর লীজ গ্রহনকারী ও জমি লীজ দিয়েছি তাদের দিয়ে ২৬/১০/ ২৩ খ্রিঃ তারিখ সকালে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে এবং সে কাগজ এস আই হাফিজের নিকট জমা আছে।আমি সন্দেহ করছি এবং আশংকায় আছি, আসামী জাহিদ ও জাকি আমাদেরকে হয়তো নতুন কোন মিথ্যা মামলায় জড়াতে পারে।

এদিকে আসামী জাকিউল ইলমা জাকি সরকারী চাকুরী করে প্রকাশ্যে অন্যায়ভাবে আমাকে মেইন রাস্তায় মারধর,বিভিন্ন সময়ে অফিস আসবাবপত্র, কম্পিউটার, টেবিল, ঘরের দরজা, মটর সাইকেল ভাংচুর করেছে। থানা ও আদালতে ফৌজদারী দন্ডবিধি ধারা অনুযায়ী চার্জশীট জমা হলে ২৭/০৯/২৩ খ্রিঃ তারিখে আমি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,মেহেরপুর ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,গাংনী মহোদয়কে অভিযুক্ত আসামীদের মমলার চার্জশীট, জিডি কপি,মেডিকেল রিপোর্ট, ছবি ও বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে আবেদন করলেও অভিযুক্ত শিক্ষককে এখন পর্যন্ত সাসপেন্ড কিংবা কোন রকম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন,বিষয়টির লিখিত অভিযোগ আমি পেয়েছি। মেহেরপুর সদর প্রাথমিক অফিসারকে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছি। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া পরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মহিবুল ইসলাম ওহিদ সহযোগিতা চেয়ে আরো বলেন,পিতার রেখে যাওয়া জমির ওয়ারিশ হিসাবে ন্যায্য হিস্যা বন্টন রেজিষ্ট্রি চাই। বিগত তিন বছর ধরে আমার ও আমার স্ত্রীর নামে তিনটি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী,অন্যায়ভাবে আমার হাতভাঙ্গাসহ জখম করেছে,আমার স্ত্রীকে মেরেছে,আমার অফিস আসবাপত্র, কম্পিউটার, মটরসাইকেল ঘরের দরজা ভেঙ্গেছে,আমার পরিবার সহ বাড়ীছাড়া করিয়েছে এর আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করছি। আমার ও আমার পরিবারের এবং সম্পদের নিরাপত্তা চাচ্ছি। আগামীতে আর কোন মিথ্যা মামলা ও হয়রানী করবে না।

গাংনীতে নওপাড়া ভাটপাড়া গ্রামে ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া ও ভাটপাড়া গ্রামে ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয়রা। ইসরাইলি পণ্য বর্জন ও ইসরাইলের হাতে নির্মম ভাবে শিশুসহ সাধারণ মানুষ হত্যার তিব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সাথে সারা বিশ্বের মুসলিমদের এক হয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষ নিয়ে ইসরাইলদের ধ্বংশ করার আহবান জানানো হয়।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার সালাত আদায়ের পর নওপাড়া বাজার থেকে একটি রেলি বের হয়ে আশপাশের বেশ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে নওপাড়া বাজারে সমাবেশ অনুস্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখন ভিটাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ ফিরোজ হোসেন,নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ জাহিদ আল হাবিবি।

নওপাড়া, ভাটপাড়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে মিছিলে নেতৃত্ব দেন রবিউল ইসলাম রুবেল ও মিরাজুল ইসলাম মিলন।

গাংনীতে দেশী মুরগী পালনে প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ১৮ জন উপকারভোগীর মাঝে বিশেষ আবাসন নিশ্চত করে আধা বাণিজ্যিক ভাবে দেশী মুরগী পালন প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

সংস্থার বামুন্দী শাখার তেরাইল গ্রামে বিশেষ আবাসন নিশ্চত করে দেশী মুরগী পালন বিষয়ক প্রদর্শনীর এই উপকরণ সমূহ বিতরণ করা হয়। দেশী জাতের মুরগীর জাত সংরক্ষণ ও এর উৎপাদন বৃদ্ধি করায় এ প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য।

বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল- ১৮ টি রাত্রি কালীন মুরগির ঘর, ১৮ টি ক্রিপারসহ খাঁচা, ৩৬ টি ডিম ফুটানোর নেস্ট, জীবাণুনাশক, স্প্রে মেসিং সহ সাইনবোর্ড ও রেজিষ্টার খাতা বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে প্রদর্শনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভুক্ত প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কর্মকর্তাগন ও সংস্থার অনান্য সদশ্য বৃন্দ।

গাংনীতে যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিএনপি জামাত এর সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী পৌরসহরে অবস্থিত যুবলীগের অফিস

কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম,ষোলটাকা ইউনিয়ন যুব লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা,রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোখলেসুর রহমান মোকলেস, কাজীপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ফুলচাদ মিয়া,সাহারবাটি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবলীগ নেতা আমজাদ হোসেন, যুবলীগ নেতা আল ফারুক প্রমুখ।

শহীদ মিজানুর রহমান রিপন নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গতকাল শুক্রবার রাতে কালাচাঁদপুর ঈদগাহ মাঠে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফুটবল টুর্নামেন্টে ব্রাদার ইলেভেন একাদশ ২-০ গোলে একতা একাদশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনাল খেলায় রেফারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাদুল ইসলাম ও লাইন্সম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহফুজ ও ফিরোজ।

কালাচাঁদপুর ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলীর সভাপতিত্বে ফুটবল টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর আলম, মেহেরপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ,মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সদস্য মেজবা উদ্দিন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইজিবাইকসহ চালক নিখোঁজ

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে ইজিবাইকসহ চালক মো: বিজন
(২৬) নিখোঁজ হয়েছে। নিখোজ বিজন মোনাখালী গ্রামের ছাতিমতলা পাড়ার রহমানের ছেলে।

নিখোজের মামাতো ভাই বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে কয়েকজন লোক চুয়াডাঙ্গাতে যাবে বলে মেহেরপুর থেকে আমার ভাইকে ভাড়া করে নিয়ে যায়। এরপর আমার ভাইসহ তারা ভালাইপুর মোড়ের এটা হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে। চুয়াডাঙ্গাতে যাত্রী রেখে বাড়ি চলে আসবো বলে আমার ভাই পরিবারের লোকজনকে জানায়। কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে না আতে আমি ও আমাদের পরিবারের লোকজন তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে আমরা তার মোবাইল ফোনটা বন্ধ পায়। আজকে পরিবারের লোকজন মুজিবনগর থানাতে অভিযোগ করতে গেলে চুয়াডাঙ্গাতে যোগাযোগ করতে বলে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, নিখোঁজ ইজিবাইক চলকের পরিবারের লোকজন থানাতে অভিযোগ দিতে এসেছিলো কিন্তু ঘর্টনাস্থল চুয়াডাঙ্গা থানার অওতাধীন হওয়াতে আমরা তাদের চুয়াডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করতে বলি।

খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক দলে ঘাপটি মেরে আছে-মোনালিসা

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে যুব মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার ২৭ অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় মেহেরপুরের শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের ব্যানারে এই বিশাল নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীপত্নী ও বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা ফরহাদ হোসেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছেন বলেই শামসুজ্জোহা পার্ক আজ কানায় কানায় পরিপূর্ন। যুগে যুগে দলের মধ্যে খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। তারা উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা, তারা দলের বিপক্ষে কথা বলে, উন্নয়নের বিপক্ষে কথা বলে। দল বিরোধী কার্যক্রম করে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘এখন মেহেরপুরে কোন দুর্বৃত্তায়ন নাই, কোন সন্ত্রাস নাই, মেহেরপুরে কোন চাঁদাবাজ নাই। আজকের এই বিশাল জনসভা প্রমাণ করে মেহেরপুরে যুব মহিলালীগ নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার মানে কৃষি বান্ধব সরকার। আমাদের ঠিকানা নৌকা,

আমাদের ঠিকানা আওয়ামী লীগ, আম

মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় যুব নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আর চান না আ.লীগ নেতারা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছেগতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে। জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর বলে সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিমন্ত্রীর আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের

কোন রকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।
মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

সম্মেলনে
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমার সময় আমি এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করেছিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পিছনে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম যেখানে আজ নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সে জায়গায় আজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমার সময়ই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয। মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ আমার সময়েই কারীকরণ করা হয়। ভৈরব খনন প্রকল্পের উদ্যোগ আমার সময়েই নেওয়া। তাহলে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের জন্য করেছেন কি?

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, ফরহাদ হোসেনের আমলে উন্নয়ন হয়েছে কার, উন্নয়ন হয়েছে তার পরিবারের লোকজনের। তার ভাই কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারের টাকা উঠিয়ে ফেলে, সংখ্যালঘু পরিবারের টাকা মেরে দেয়। আর ফরহাদ হোসেন দলীয় নেতাকর্মীদের কোন খোঁজ খবর না রেখে ঈদের সময় বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ কে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উন্নতি হয়েছে সেটা শুধু শেখ হাসিনারই অবদান।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের মতো চলতে দেন না। যিনি জবাবদিহিতা রাজনীতি করেন না তার বিরুদ্ধে আজ মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ এ কথা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক যখন দলের কেন্দ্রীয় সভায় কথা বলতে গেছেন তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের তাকে ধমক দিয়ে বলেন আপনি বসেন, আপনি কিসের সেক্রেটারি, আপনি তো ফরহাদ হোসেনের পিএ। সে সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সেক্রেটারি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলী বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকার বিপক্ষে কাজ করে। তার কারণেই মুজিবনগরে চারটি ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার প্রার্থী হেরেছে। আবার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ফরাজ হোসেন। আমরা সকল নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীর অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নৌকার প্রার্থীকে বিজয় করেছিলাম। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই আপনি আমাদের অবস্থা দেখুন, আমাদের কথা বুঝুন, আমরা আজ কিভাবে অত্যাচারিত। যে নেতারা মেহেরপুর ও মুজিবনগর কে আগলে রেখেছিল সেই নেতারাই আজকে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে অত্যাচারিত। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন যাকে নিয়ে আমরা এই মেহেরপুর ও মুজিবনগরে নৌকাকে জেতাতে পারবো।’

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ. ম. হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মুজিবনগর এর চারটি ইউনিয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন ২০২১ সালে নৌকার পক্ষে ভোট করেন নাই, ইউনিয়নবাসী সকলে এটা জানে। নৌকায় ভোট না করে উনিত নেত্রীকে মানলেন না। তাহলে উনি মুজিব আদর্শের লোক না। আমরা এখানে মুজিব সেনা দেখতে চাই। আমরা দেখেছি উনি ১১ই নভেম্বর মহাজনপুর ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, আমদহ ইউনিয়নেও নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। উনি নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করেন নাই, পরাজিত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। ‘

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন, ‘আজকে যারা মঞ্চে বসে আছে তারাই আওয়ামী লীগের রাজপথের সৈনিক। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির মৃত্যুর দিনে জানা যায় না এসে পরিবারে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বি এম স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের জানা যায় না এসে তিনি মেহেরপুর শামসুদ্দোহা পার্কে কনসার্টের উদ্বোধন করেছিলেন। অনুরোধ করেও তাকে এরকম জঘন্য কাছ থেকে নিভৃত করা যায়নি। তিনি নাকি আবার শিক্ষক, তিনি কেমন শিক্ষক। ‘

সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

সম্মেলন শেষে সভাপতি পদে ৩ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী হওয়ায় দুই দিন সময় নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রী-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার জন্য দুই দিন সময় নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের বক্তারা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর। তার আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামীলীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোনরকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।

মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা

মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমুখ।